দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 SEP 2017 পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

সবাইকে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে?

'শিক্ষা সকলের অধিকার' কথাটি সবাই মানেন। তবে স্লোগান দিয়ে যারা মাঠ গরম করেন তাদের সাথে আমি একমত নই। সবাইকেই কেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আসতে হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে সেই শিক্ষার্থী যে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার আরো সোপান পেরুতে চায়। দেশে বা বিদেশে যেতে চায় উচ্চতর জ্ঞানচর্চার জন্য। যে শিক্ষার্থী গবেষণা করতে চায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে। কিন্তু উপায় কী এই উপমহাদেশের মানুষের!

চামড়ার জুতো। পরিপাটি করে মাথা আঁচড়ানো। একজনের চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। আমার ক্লাসে সব কটি আসনই পূর্ণ। তবু কয়েকজন মাঝবয়সী যাত্রী শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সকলকে একটু চেপে বসিয়ে তরুণ দুজনের বসার ব্যবস্থা করলেন। এসব দেখে আমার মধ্যে একটু বাড়তি সম্ভ্রম তৈরি হলো দুই তরুণের প্রতি। নিশ্চয়ই তারা বিশেষ কেউ হবেন। আলোচনায় বুঝলাম তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সবাই তাদের কাছ থেকে ঢাকার পরিস্থিতি জানতে চায়। তরুণ দু'জন ধীরে ধীরে চমৎকার শব্দ চয়নে উত্তর দিচ্ছিলেন। আমি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লাম। অতদিনের কথা খুব বেশি আর মনে করতে পারছি না। কিন্তু এটি ঠিক এই দুই জ্যোতির্ময় তরুণকে দেখে সেদিন ক্লাস সিক্সে পড়া ছোট্ট আমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল।

পাশাপাশি গত দু'বছর আগের কথা মনে পড়লো। ঢাকা শহরে আমি বাসে মিরপুর যাচ্ছিলাম। সামনের সিটে তিনজন তরুণ বসা। দু'জনের পরনে জিনসের প্যান্ট আর গায়ে টি-শার্ট। অন্যজন শার্ট-প্যান্ট পরা। হাল-ফ্যাশনের হেয়ার কাট। কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে ওরা

হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে সেই শিক্ষার্থী যে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার আরো সোপান পেরুতে চায়। দেশে বা বিদেশে যেতে চায় উচ্চতর জ্ঞানচর্চার জন্য। যে শিক্ষার্থী গবেষণা করতে চায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে। কিন্তু উপায় কী এই উপমহাদেশের মানুষের! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা সুযোগ আছে তেমন সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাস না করলে সরকারি বেসরকারি বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবে না। এম.এ, এম.এসসি, এম.কম পাস না করলে সামাজিক মর্যাদা থাকে না। বিয়ের বাজারেও মূল্য কমে যায় পাত্র বা পাত্রীর। এসবই হয়েছে আমরা বদ্ধ কাঠামো থেকে বেরুতে পারছি না বলে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় না। বুনিয়াদি শিক্ষার পর বিশেষ করে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট সম-স্তরের পাঠের পর শিক্ষা ব্যবস্থাপকরা শিক্ষার্থীর মেধা ও ঝোঁক অনুযায়ী ঠিক করে দেন কে কোন্ ধরনের ট্রেড কোর্স বা ডিপ্লোমা ইত্যাদি সম্পন্ন করবে। এরপরই তারা চাকরির বাজারে চলে যেতে পারে। সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাটিই সেভাবে করা আছে। খুব কম শিক্ষার্থীরই আগ্রহ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার।

তৈরি জরুরি এদেশে। তাই বলছিলাম আমলা তৈরি বা পেশাজীবী তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি জরুরি কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিকতায় না গিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় কেন যেতে পারছি না?

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক যাঁরা তাদের আমি ঠিক বুঝতে পারি না। পত্রিকা থেকে জানলাম দেশের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কয়েক হাজার পদ খালি। অন্যদিকে বিসিএস দিয়ে যারা দ্বিতীয় শ্রেণির অফিসার হয়েছেন তাদের পদায়ন করা যাচ্ছে না। তাই এই অফিসারদের আপাতত প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার আর মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমার প্রথম বিশ্বাস হয়নি। পরে বুঝলাম শিক্ষা নিয়ে এমন ছেলেখেলা এদেশেই বুঝি সম্ভব। সকলের সকল বিষয়ে আগ্রহ থাকে না। যাদের কখনো শিক্ষকতা করা ভাবনার ভেতরেই ছিল না তাদের জোর করে ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এদেশের শিক্ষার্থীরা সত্যিই বিধায়কদের গিনিপিগ। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষক যখন নিজেকে শিক্ষক না ভেবে চাকুরে ভাবেন তখন শিক্ষকের ঔজ্জ্বল্য